STEPPING STONE
SCHOOL (HIGH)

CLASS :VIII

Subject:Bengali(2L) **Date:07.05.20**
Topic: নবযুগ সাহিত্য(৮)

Time Limit:30 Minutes

Worksheet No.:10

[Copy the questions and solve them on a sheet of paper date wise. Keep the worksheets ready in a file to be submitted on the opening day.]

পাঠঃ রাজধর্ম - কৃত্তিবাস ওঝা
মূলগ্রন্থঃ শ্রীরামপাঁচালী
উৎসঃ বাল্মিকীর রামায়ণ

নির্দেশিকাঃ প্রদত্ত কবিতাটি মনোযোগ দিয়ে পড়বে।খোলা পাতায় কবিতার সারাংশ, পংক্তির(line) অর্থ, শব্দার্থ এবং প্রথম বারো লাইন মুখস্থ লিখবে।(প্রশ্ন ও নমুনা প্রশ্নোত্তর পরের worksheetএ দেওয়া হবে)। খোলা পাতায়(loose sheet) এ যা যা লিখবে স্কুল খোলার পর নির্দিষ্ট দিনে তা জমা নেওয়া হবে।

রাজধর্ম

কৃত্তিবাস ওঝা

পিতা-পুত্রে বসিলেন সিংহাসনে 'পরে।
পাত্রমিত্র সকলে বেষ্টিত নৃপবরে ॥
নক্ষত্রবেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর।
সেই মতো শোভিত হইল রঘুবর ॥
পুত্রের শিখান বিদ্যা সভা বিদ্যমান।
রাজনীতি ধর্ম আর বিবিধ বিধান ॥
প্রথমা রানির তুমি প্রথম নন্দন।
ভূপতি হইয়া করো প্রজার পালন ॥
লোকের রঞ্জন তুমি করিহ যতনে।
তোমার মহিমা যেন সর্বত্র বাখানে ॥
রাজনীতি ধর্ম তুমি শিখ সাবধানে।
যাহাতে মহিমা যশ বাড়ে দিনে দিনে ॥
পরহিংসা পরপীড়া না করিহ মনে।
কভু না করিহ রাম লোভ পরধনে ॥
শরণ লইলে শত্রু করো পরিত্রাণ।
অপরাধ বিনা কারো না লইয়ো প্রাণ ॥
দরিদ্রের ভরণ করিয়ো চিরদিন।
আদর করিয়ো তারে জ্ঞানে যে প্রবীণ ॥
আচার বিনয় বিদ্যা ধর্মবল আর।
আছে যার মানে তারে সকল সংসার ॥
অবিনয়ী অবিবেকী রাজা যদি হয়।
দীন হতে দীন দেখো নাহিক সংশয় ॥

পংক্তির অর্থঃ১) অযোধ্যার রাজা দশরথ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামিচন্দ্রকে একজন প্রকৃত রাজার ধর্ম ও পালনীয় দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা দিয়েছেন।সিংহাসনে বসে থাকা রাজা দশরথ ও যুবরাজ রামচন্দ্রকে সভাসদরা ঘিরে রয়েছে।আকাশে অসংখ্য তারার মধ্যে যেমন চাঁদের শোভা আমাদের মুগ্ধ করে,ঠিক তেমনই রাজসভায় পিতাপুত্র শোভা পাচ্ছেন।এখানে 'রঘুবর' অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রকে 'শশধর' অর্থাৎ চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।(১-৪নং পংক্তি)

২)রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে সভার মাঝে রাজনীত, ধর্মনীতি এবং রাজার পালনীয় যাবতীয় 'বিধান' অর্থাৎ নিয়মাবলি বুঝিয়েছেন।রামচন্দ্র রাজা দশরথের প্রথমা রানী কৌশল্যার পুত্র।রাজার প্রধান কাজ প্রজাপালন করা। (পংক্তি ৫ - ৮)

৩) প্রজাদের আনন্দে রাখাই রাজার মূল কাজ।প্রজাপালন ও রাজনীতির মধ্যে দিয়ে যেন রামচন্দ্রের যশ ও খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।সর্বদেশে যেন তিনি তাঁর

রাজ-মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।(পংক্তি ৯ - ১২)

৪)রাজধর্ম পালনে রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়েছেন,রাজা হয়ে কখনো যেন তিনি কোনো মানুষকে হিংসা না করেন।অন্যের দুঃখে-কষ্টে যেন তাঁকে আনন্দ না দেয়। রাজা হয়ে তিনি যেন কোনো কিছুতে লোভ না করেন।যদি শত্রু তাঁর কাছে আশ্রয় চায়,তিনি যেন তাকে আশ্রয় দেন।একমাত্র প্রকৃত অপরাধী ছাড়া রাজা হয়ে যেন তিনি কাউকে হত্যা না করেন।(পংক্তি ১৩ - ১৬)
৫) দরিদ্র প্রজার ভরনপোষণের দায়িত্ব পালন করেন প্রকৃত যিনি রাজা।রামচন্দ্রও যেন সেই দায়িত্ব পালন করেন।জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিকে যোগ্য সম্মান দেওয়া রাজধর্মের অন্যতম একটি দিক।শ্রীরামচন্দ্র যেন তা সর্বদা পালন করেন। যে রাজা প্রকৃত আচার-আচরণ মেনে চলেন,যে রাজার সর্ববিষয়ে জ্ঞান আছে,যে রাজা রাজনীতিতে দক্ষ,সারা জগৎসংসার সেই রাজাকে সম্মান করে।রাম যেন সেইরিকম একজন রাজা হয়ে ওঠেন।যে রাজার মধ্যে বিনয় নেই, বিবেকবোধ নেই,বিচার ক্ষমতা নেই,সে রাজা হয়েও 'দীন' অর্থাৎ দরিদ্র।এমন দরিদ্র মানুষ আর হয় না।তাই প্রকৃত রাজা হতে গেলে শ্রীরামচন্দ্রকে রাজনীতি,ধর্মনীতির পাশাপাশি জ্ঞানী,বিবেচক,বিনয়ী,বিচক্ষণ এবং প্রজাবৎসল রাজা হয়ে উঠতে হবে।পরহিংসা ও লোভ ত্যাগ করতে হবে।জ্ঞানির সম্মান করতে হবে।আর আশ্রয়প্রার্থীকে নিঃসংশয়ে আশ্রয় দিতে হবে।তবেই তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ রাজা হয়ে উঠবেন।((পংক্তি ১৭ - ২২)

***** পংক্তির অর্থ থেকে এই কবিতার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর লিখে নিতে পারবে**

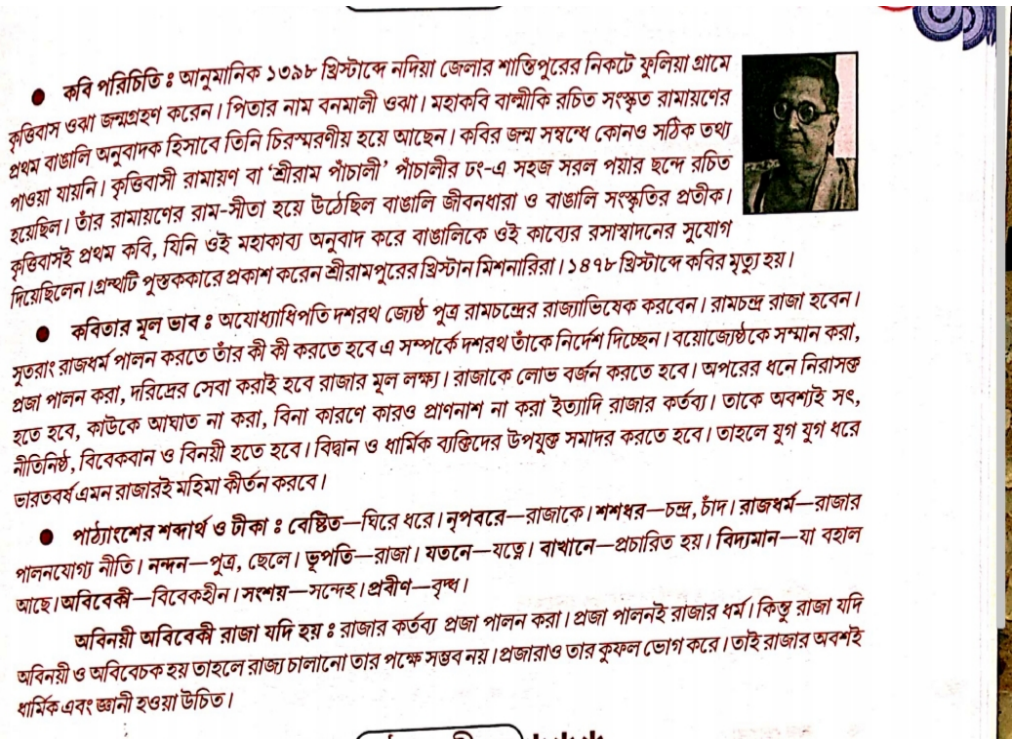

● **কবি পরিচিতি ঃ** আনুমানিক ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে নদিয়া জেলার শান্তিপুরের নিকটে ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাস ওঝা জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বনমালী ওঝা। মহাকবি বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণের প্রথম বাঙালি অনুবাদক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কবির জন্ম সম্বন্ধে কোনও সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা 'শ্রীরাম পাঁচালী' পাঁচালীর ঢং-এ সহজ সরল পয়ার ছন্দে রচিত হয়েছিল। তাঁর রামায়ণের রাম-সীতা হয়ে উঠেছিল বাঙালি জীবনধারা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতীক। কৃত্তিবাসই প্রথম কবি, যিনি ওই মহাকাব্য অনুবাদ করে বাঙালিকে ওই কাব্যের রসাস্বাদনের সুযোগ দিয়েছিলেন। গ্রন্থটি পুস্তককারে প্রকাশ করেন শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারিরা। ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দে কবির মৃত্যু হয়।

● **কবিতার মূল ভাব ঃ** অযোধ্যাধিপতি দশরথ জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক করবেন। রামচন্দ্র রাজা হবেন। সুতরাং রাজধর্ম পালন করতে তাঁর কী কী করতে হবে এ সম্পর্কে দশরথ তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন। বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান করা, প্রজা পালন করা, দরিদ্রের সেবা করাই হবে রাজার মূল লক্ষ্য। রাজাকে লোভ বর্জন করতে হবে। অপরের ধনে নিরাসক্ত হতে হবে, কাউকে আঘাত না করা, বিনা কারণে কারও প্রাণনাশ না করা ইত্যাদি রাজার কর্তব্য। তাকে অবশ্যই সৎ, নীতিনিষ্ঠ, বিবেকবান ও বিনয়ী হতে হবে। বিদ্বান ও ধার্মিক ব্যক্তিদের উপযুক্ত সমাদর করতে হবে। তাহলে যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ এমন রাজারই মহিমা কীর্তন করবে।

● **পাঠ্যাংশের শব্দার্থ ও টীকা ঃ বেষ্টিত**—ঘিরে ধরে। **নৃপবরে**—রাজাকে। **শশধর**—চন্দ্র, চাঁদ। **রাজধর্ম**—রাজার পালনযোগ্য নীতি। **নন্দন**—পুত্র, ছেলে। **ভূপতি**—রাজা। **যতনে**—যত্নে। **বাখানে**—প্রচারিত হয়। **বিদ্যমান**—যা বহাল আছে। **অবিবেকী**—বিবেকহীন। **সংশয়**—সন্দেহ। **প্রবীণ**—বৃদ্ধ।

অবিনয়ী অবিবেকী রাজা যদি হয় ঃ রাজার কর্তব্য প্রজা পালন করা। প্রজা পালনই রাজার ধর্ম। কিন্তু রাজা যদি অবিনয়ী ও অবিবেচক হয় তাহলে রাজ্য চালানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রজারাও তার কুফল ভোগ করে। তাই রাজার অবশ্যই ধার্মিক এবং জ্ঞানী হওয়া উচিত।